JUL 09 2002

যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

উচ্চ শিক্ষায় আসন সংকট সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর শত শত আসন শূন্য পড়ে থাকে। প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পর ছাত্র রাজনীতির নামে ক্যাডার পলিটিক্সে ভিড়ে যাওয়া, ইয়ার লস, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন এবং দ্বিতীয়বার অপেক্ষাকৃত ভাল বিষয়ে ভর্তি হওয়াসহ নানাবিধ কারণে বিভিন্ন বিভাগে অনেক আসন শূন্য হয়। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫১টি বিভাগের অনেক বিভাগেই শেষ পর্যন্ত ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ আসন শূন্য থেকে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব শূন্য আসন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করছেন। উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী জানান, কলা অনুষদেই আগে এ ধরনের উদাহরণ ছিল। এখন বিজ্ঞানের এলাকা পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫১টি বিভাগে ৪ হাজার ৫৪৭টি আসন রয়েছে। প্রতি বছর এর একটি আসনে ভর্তি হওয়ার জন্য গড়ে ১৪/১৫ জন ছাত্রছাত্রী মেধার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়।

প্রতি বছর শত শত আসন শূন্য পড়ে থাকে

নিয়মানুযায়ী এসএসসি ও এইচএসসি পাস করে পরপর দু'বছর অনার্সে ভর্তির জন্য পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়। এজন্য প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষায় ভাল না করলেও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভর্তি হয়ে পরবর্তী বছর অনেকে ভাল বিষয়ে ভর্তি হয়ে চলে যায়। এর ফলে পূর্ববর্তী বিষয়ের ওই আসনটি শূন্য থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পর্বে ভর্তি হওয়া অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই ঢাকার বাইরে থেকে আগত। ঢাকায় নিজস্ব কোন বাসা-বাড়ি না থাকায় তাদের হলে সিট নিতে হয়। হলে হল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শুরু হয় বিপত্তি। হল নিয়ন্ত্রণকারী দখলদার বাহিনী তখন রাজনীতি, মিছিল-মিটিং করার শর্তে হলে তাদের সিট দেয়। ক্লাস করার পরিবর্তে নিয়মিত মিছিল-মিটিং, রাত জেগে হল পাহারা দেয়ার ফলে অনেকে ছাত্র ইয়ার লস দেয়। অনেকে আবার পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করতে গিয়ে ধরা পড়ে বহিষ্কার হয়। এসব কারণে দ্বিতীয় বর্ষে বা শেষ পর্যন্ত ৬০ থেকে ৭০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী ড্রপ আউট :পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৭

ড্রপ আউট : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর) - অনার্স পাস করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হিসাবেও এ তথ্য পাওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে দর্শন বিভাগে ১৭৫ জন ভর্তি হয়। দ্বিতীয় বর্ষে এসে ১২১ জন বার্ষিক পরীক্ষা দেয়। বর্তমানে ১১৪ জন তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করছে। বাংলা বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয় ১৫৬ জন। কিন্তু ১০৭ জন মাস্টার্স পাস করেন। বাকি ৪৯ জনই নিয়মিত শিক্ষা জীবন থেকে ছিটকে পড়ে। ইংরেজি বিভাগে প্রথম বর্ষে ১৫০ জন ভর্তি হয়। মাস্টার্স পাস করে ১০১ জন। আরবি বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয় ১১৪ জন। কিন্তু এমএ পাস করে মাত্র ৫২ জন। ইতিহাস বিভাগে ১৪০ জন প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়। মাস্টার্স পাস করে ৯০ জন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ২৭৩ জন ভর্তি হয় প্রথম বর্ষে। ১৭৩ জন মাত্র এমএসএস পাস করে। আন্তর্জাতিক বিভাগে ১২৪ জন ভর্তি হয়। মাস্টার্স পাস করে ৮১ জন। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষে ২৩৬ জন ভর্তি হয়। মাস্টার্স পাস করে ১৭৮ জন। বিজ্ঞান অনুষদের পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম বর্ষে ১৬১ জন ভর্তি হয়। চতুর্থ বর্ষে বর্তমানে ৭৫ জন অধ্যয়ন করছে। পরিসংখ্যান ও ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগেও একইভাবে যথাক্রমে প্রথম বর্ষে ৯৯ ও ১০৬ জন ভর্তি হয়ে বর্তমানে ৭৬ ও ৭৮ জন চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়ন করছে। এ দুটি বিভাগে মাস্টার্স পাসের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৪ ও ৭১ জন।

এ বিষয়ে কলা অনুষদের একজন সাবেক ডিন জানান, তিনি ডিন থাকার সময়ে কর্তৃপক্ষের অসম্মতি সত্ত্বেও জোর করে অনুষদের বিভাগগুলোতে ৮/১০ জন বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করাতেন। তাছাড়া কর্তৃপক্ষকে এ সমস্যা জানিয়ে তিনি কয়েকবার চিঠিও দিয়েছেন। দেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটে শূন্য আসন নিয়ে কর্তৃপক্ষের একটি নিয়মনীতিতে পৌঁছা দরকার বলে তিনি জানান।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ বলেন, তারা ছাত্রছাত্রী ভর্তি করেন। কেউ যদি ড্রপ আউট করে, তবে তাদের কি করার আছে। এ সমস্যা কেউ কখনও সমাধান করতে পারবে না। এ সমস্যা আগেও ছিল। তবে সুখের বিষয় হচ্ছে, তাদের সময়ে যারা ড্রপ আউট করত, তারা একেবারে ঝরে যেত; এখন তা হয় না।